REG. NO. C. 853

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে সঙ্গে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ তিন পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে জঙ্গিপুর বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৭ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৯শে শ্রাবণ বুধবার ১৩২৭, ইংরাজী 4th August 1920. | ১০ম সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের **কেশরঞ্জন তৈল।** গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের **কেশরঞ্জন তৈল।** প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের **কেশরঞ্জন তৈল।** মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের **কেশরঞ্জন তৈল।** কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৶০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৷৹ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৶০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা---বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। **আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।**

আজ কাল ভাল ঔষধের 'ভেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পুঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, জ্বরভাব, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি—এস, এস, সি; (২) মেজর বি, কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, গুরুং এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি।

৫০৲ ও ৪০৲ টাকা (ম্যাট্রিক।)
৩০৲ ও ২৫৲ টাকা (নন-ম্যাট্রিক।)

দি ন্যাসানেল মেডিকেল কলেজ,
৩০১।৩ অপার সারকিউলার রোড
নিয়মাদির জন্য আবেদন করুন।

এই কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ ও সার্জ্জারী আধুনিক প্রথায় শিক্ষা হয়। বেতন ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

কলেজ কাউন্সিল— মহারাজা বাহাদুর কাশিম বাজার, মাননীয় বিস্লরক এ, চৌধুরী ও রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস্, আই।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৯শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩২৭ সাল।

লোকমান্য তিলকের পরলোক।

ভারতমাতার কপালের উজ্জ্বল তিলক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকুলতিলক লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক গত ৩১শে জুলাই রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় কাল নিউমোনিয়া রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত এই মহাপুরুষের শোকে মুহ্যমান। তিলক মহারাজের তিরোভাব জন্য ভারতমাতার যে অভাব হইল তাহা বোধ হয় আর কখনও পূরণ হইবে না। যীশুখ্রীষ্ট যেমন পাপীর মঙ্গলার্থ ক্রুশে আবদ্ধ হইতে কষ্টবোধ করেন নাই, মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য দেব যেমন মানবের মঙ্গলার্থ কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন তেমনি এই মহাপুরুষ স্বদেশ ও স্বদেশীর মঙ্গল জন্য অশেষ যন্ত্রনা অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন। আজকালকার দিনে, এই স্বার্থপরতার যুগে এমন নিঃস্বার্থ জন-নায়ক ভারতে আর নাই। ভারতের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে এই পরলোকগত মহাত্মার জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। দেবোপম ব্রাহ্মণ! এই পাপপূর্ণ মর্ত্ত্য তোমার যোগ্য আবাস স্থান নহে, তুমি দেবতা, দেবলোকই তোমার আবাস যোগ্য স্থান। ভারতের তিলক মুছিল বটে কিন্তু এ তিলকের চিহ্ন মুছিবার নহে, এ তিলকের দাগ চিরস্থায়ী।

ষ্টেটস্‌ম্যানের ক্ষতি।

কলিকাতার চৌরঙ্গী হইতে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্র ষ্টেটস্‌ম্যানের একটী নাম Friend of India অর্থাৎ 'ভারতবন্ধু' এই 'ভারতবন্ধু' ভারতবাসীর প্রকৃত নিস্কপট বন্ধু পরলোকগত লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করা দূরে থাক্‌ এই স্বর্গীয় মহাত্মার নিন্দাবাদ করিয়াছেন বলিয়া ভারতবাসী মাত্রেই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ স্থানে স্থানে সভা করিয়া সকলে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন যে তাঁহারা কেহ উক্ত সংবাদ পত্রের গ্রাহক ও পাঠক হইবেন না। আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এইরূপ প্রতিজ্ঞা হইয়াছে। যাঁহাকে সকলে ভক্তি করে সে ভক্তি নষ্ট করা গলাবাজি বা কলমবাজির কর্ম্ম নয়।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্য নির্ব্বাচন।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ৫নং ওয়ার্ডের অন্যতম কমিশনার বাবু ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্থানে জনৈক কমিশনার নির্ব্বাচনের দিন ছিল গত ২৮শে জুলাই। প্রার্থী ছিলেন দুইজন শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ সেন ও শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা। শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা অধিক সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হইয়া কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে একটু আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে। যেহেতু নির্ব্বাচিত ব্যক্তি শিক্ষিত বা ধনাঢ্য নহে। তবে সাধারণের ভৃত্য হইবার যোগ্যতা যদি ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ।৵০ দিলেই হয় তবে তাহাকে অযোগ্য বলা যায় না। করদাতাগণ যাহাকে যোগ্য বিবেচনা করেন তিনিই যোগ্য। শুধু কমিশনার হইলে হয় না দেশের কাজ করিবার প্রবৃত্তি থাকা চাই।

সব বন তুলসী ভায়ে সব সে শিলা শালগ্রাম।
সব পানি গঙ্গা ভায়ে যব ঘটমে বিরাজে রাম।

দেখা যাক সাহাজীর দ্বারা কি কাজ হয়।

কাপড়ের বাজারে আগুন।

বোম্বাই সহরে 'মলজী জেঠার বাজার' নামক একটী কাপড়ের বাজার আছে। এত বড় কাপড়ের বাজার ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। এই বাজার কলিকাতার বড় বাজার অপেক্ষাও বড়। সে দিন রাত্রি আটটার সময় এই বাজারে আগুন লাগিয়া কোটী কোটী টাকার কাপড় পুড়িয়া গিয়াছে। একে ত কাপড়ের দর আগুন হইয়াই আছে তাহার উপরে এই আগুনে আরও আগুন লাগাইবে। বোধ হয় ভারতবাসীকে ভগবান ভাগ্যবন্ত না করিয়া ছাড়িবেন না। শুনিয়াছি—'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

এবারে সাধারণের ভোটে সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে বলিয়া প্রার্থী হইয়াছেন অনেকেই! এক এক জেলা হইতে উচ্চ শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত, কোয়ার্টার শিক্ষিত, বক্তা, অর্দ্ধ বক্তা কমবক্তা ইত্যাদি হরেক রকমের প্রার্থী মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন। জেলার মধ্যে মেম্বর হইবে কিন্তু মাত্র একটী। প্রার্থীগণের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি যাহাতে বাঞ্ছিত পদ প্রাপ্ত হন তজ্জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। নদীয়া জেলার অধিবাসীগণ স্থানে স্থানে সভা করিয়া যোগ্যতম ব্যক্তিকেই এক বাক্যে ভোট দিবেন তাহা স্থির করিয়াছেন। বীরভূমেও সেই উদ্যোগ হইতেছে। আর আমাদের মুর্শিদাবাদে সে প্রকার কোন চেষ্টাই হইতেছে না। বোধ হয় ভোটারগণ "যে যার নয়নে লাগে ভাল" এই নীতি অনুসারেই ভোট দিবেন। এ জেলার প্রার্থীগণের মধ্যে কে যোগ্যতম তাহা বলিলে এখনই কৈফিয়তে পড়িতে হইবে। আমরা তাহাতে রাজি নহি কেহ চাপিয়া না ধরিলে বৃদ্ধতমটীকেই যোগ্যতম বলিতাম। "কাজকি মোদের কথাতে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে।"

মাশুল বৃদ্ধি।

রেলওয়ে কোম্পানি গুলিত এক ঝোঁকে বেশ ভাড়া বাড়াইয়া ছিলেন, তাহাতেও বোধ হয় পোষাইতেছে না তাই আবার মাশুল বৃদ্ধির জন্য বোর্ডের মঞ্জুরী চাহিয়াছেন। শীঘ্রই খাদ্য ও পরিধেয়ের মত আক্রাদরে রেল টিকিট কিনিতে হইবে। সেবার এক মেটে হইয়া ছিল এইবার দো-মেটে হইবে তার পরেই চিত্রি।

ডাক বিভাগেও টেলিগ্রাফের মাশুল একচোট বাড়াইয়াছেন; আবার গুজব শোনা যাইতেছে যে পোষ্টকার্ড এক পয়সার স্থলে দুই পয়সা হইবে ও চিঠির মাশুল দুই পয়সা স্থলে এক আনা হইবে। গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে তাহারা না হয় এক রকম চালাইবে কিন্তু চাকরীহীন ব্যক্তিরই সব দিকে মরণ। কোন কোন বারের উকীলগণ ফী বৃদ্ধি জন্য হাইকোর্টে লিখিয়াছেন। বেকার কি বৃদ্ধির জন্য কোন্ কোর্টে লিখিবে।

ছাপাখানার ভূত।

আমরা ভাবি যে আমরাই এই ভূতের জ্বালায় মরি, কিন্তু সরকার বাহাদুরও এইবার প্রিন্টারস্ ডেভিলের পাল্লায় পড়িয়াছেন। সরকারী ছাপাখানায় কম্পোজিটার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ধর্ম্মঘট করায় সরকারী কাগজও প্রকাশিত হওয়া দুস্কর হইয়া উঠিয়াছে। ভূতেরা বোধ হয় এবার সিন্নি বাড়াইয়া লইবে।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অংশ।

গত সপ্তাহে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ১০০৲

এক শত টাকার অংশ ২৯০৲ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ইহার অংশীদারগণ হতাশ হইয়া ছিলেন! এক্ষণে বেশ সাব্যস্ত হইয়াছেন। কাপড়ের দুর্ম্মূল্যতাই এই মিলের উন্নতির কারণ।

—•—

দেবকীর্ত্তি।

—:০:—

এ দিকে উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে সময় মত ধান্য রোপন কার্য্য হয় না, কিন্তু নদীর জল বৃদ্ধি পাইয়া কত দেশ জলপ্লাবিত হইয়া ধ্বংস হইতেছে। সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে শ্রাবনের প্লাবনে কত লোক যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আসমানে জল নাই কিন্তু জমিনের জলে সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইহা দেবতার তামাসা।

——০——

নাক ডাকার ঔষধ।

—:০:—

ডায়মণ্ড হারবার হিতৈষীতে প্রকাশ :— ঘুমন্ত অবস্থায় অনেকের নাক ডাকে। যখন নাক ডাকা আরম্ভ হইবে তখন তাহার নিকটে খুব জোরে শিস্ দিতে হইবে। কিছুদিন এই রূপ করিলেই নাক ডাকা সারিয়া যাইবে।

—:০:—

ইনফুলুয়েঞ্জার প্রতিষেধক।

—০—

ডাক্তার বেণ্টলী বলেন দারুচিনির তৈল (সিনামন অইল) এই রোগের উত্তম প্রতিষেধক। ইহা ব্যবহারে অনেকের ফল হইয়াছে।

—:০:—

সর্পাঘাতের ঔষধ।

—:০:—

ইংলিশম্যানের জনৈক সংবাদ দাতা ১২ই ফেব্রুয়ারির ইংলিশম্যানে লিখিয়াছেন যে, বহু দিন গাঁজা খাইলে গাঁজাখোরদের কলিকার ঠিক্রায় এক প্রকার কাট্ জমিয়া যায়। সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষত স্থান চিরিয়া তাহাতে এই গাঁজার ঠিকরাতে যে কাট্ জমিয়া থাকে, তাহা জলসংযোগে একখানা পাথরে ঘসিয়া সেই লাল জলটা দিলে সর্পবিষ নষ্ট হইয়া মুমুর্ষপ্রায় রোগীও আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা সহজসাধ্য ঔষধ। এই ঔষধটীকে Caked burnt Ganja Water বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, আমরা বাঙ্গালায় সহজসাধ্য হইবার জন্য গাঁজার ঠিক্রার নাম দিলাম। অর্থাৎ তামাকের নল বা কলকে অনেক দিন পরিষ্কার না হওয়ার জন্য তাহাতে একটা জমাট পদার্থ জমিয়া যায়, সেইরূপ গাঁজার কলকেতেও জমে, ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় আমরা কাট বলি,—এই কাট্ই সর্প বিষের মহৌষধ। জনৈক অতি শিক্ষিত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ গণ্য মান্য—এই ঔষধ বহুবার পরীক্ষা করিয়া ইহার গুণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সাপে কামড়াইলে উপরে নীচে বাঁধন দিয়া উপরোক্ত প্রকারে ঐ ঠিকরাকে প্রস্তরে ঘসিয়া সেই জল ক্ষতস্থান ছুরিকা দ্বারা চিরিয়া লাল রক্ত বাহির হইলেই সেই স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে। উক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে একজন স্ত্রীলোককে গোখুরা সাপে কামড়াইয়া ছিল, তাহার অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল যে কোন স্থানে লোহিত রক্ত পাওয়া যায় নাই; অগত্যা তিনি রোগিণীর চক্ষের মধ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করেন। প্রায় ২ ঘণ্টার মধ্যে রোগিণীর চৈতন্য হয় এবং সে বাঁচিয়া উঠে তিনি বলেন Treatment will cure effectually and permanently within two hours অর্থাৎ ২ ঘণ্টার মধ্যে এই ঔষধ দ্বারাই রোগী স্থায়ীভাবে সুন্দররূপে আরোগ্য হইবে। ইহা সহজ লভ্য ঔষধ। এ দেশে ত গাঁজাখোরেরও অভাব নাই।

সম্পত্তি বিক্রয়।

কাঞ্চনতলা এষ্টেটের নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি বহরমপুর সবজজ আদালতের আদেশানুসারে অতি সত্বর বিক্রয় হইবে, যাঁহারা খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আগামি ৬ই ভাদ্র মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অনুসন্ধান করিবেন।

জমিদারী সম্পত্তি।

১। ভুমকা কাঃ তৌজি ১২৭ নং—তরফ বিনোদপুর গোয়ালখোর রঃ ।০ চারি আনা।

২। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজ ১৩২ নং—বাদবেলিয়া তেকুপাড়া রঃ /৬॥= ক্রান্তি এবং ঐ মহাল পত্তনিস্বত্ব রঃ ।১৬॥= ক্রান্তি।

৩। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ২১২৭—২১৩৩ নং—বাজেয়াপ্তী মমরেজপুর রঃ ।৵১২॥৫। ২১২৮। ২৯। ৩০ রঃ ১৲ ষোল আনা।

পত্তনী সম্পত্তি।

১। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ২৬৩ নং—তরফ চাঁচলিকুলড়া রঃ ॥০ আট আনা।

২। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ২৫৭ নং—কিং মোলাইন রঃ ।/২৮/১৫ তিল।

৩। মুর্শিবাবাদ কাঃ তৌজি ১১০ নং—তরফ শিবপুর রঃ ॥৫ আট আনা পাঁচ গণ্ডা।

৪। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ১৯৯ নং—জলকর পোনা নদী রঃ ১৲ ষোল আনা।

দরপত্তনি সম্পত্তি।

১। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ৪৮৯ নং—কিং চাঁচলীকুলড়া রঃ ॥০ আট আনা।

সিকমি তালুক।

১। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ২১২৬ নং—পরাণপাড়া সামীল সিকমী তলূক হায়।

২। মুর্শিদাবাদ কাঃ তৌজি ১৭৩—১৭৬ নং—মৌজে লক্ষ্মণপুর—মৌজে বাজুবাটী

জোত সম্পত্তি।

১। কামাত আঁকুড়া। ২। কামাত চৌকা। ৩। কামাত নভরট্টি চাঁদপুর। ৪। কিং মোলাইন মধ্যে জোত ৫। আরজি সাত ভেয়ে। ৬। চরি অনন্তপুর মধ্যে জোত ৭। ডুইশত বিঘি জোত। ৮। গাম্ভীরা মধ্যে জোত। ৯। লোকাইপুর মধ্যে জোত। ১০। বাইন্ধ্যা মধ্যে জোত ১১। মালঞ্চা মধ্যে জোত। ১২। বড়শীমূল মধ্যে জোত ১৩। পাইকর পার্ব্বতীপুর মধ্যে জোত। ১৪। পাইকর পার্ব্বতীপুর সামিল লাখেরাজ। ১৫। রামগঞ্জ জোত। ১৬। আতাপুর পুরুলীয়া মধ্যে জোত। ১৭। বিষ্ণুপুর মধ্যে জোত। ১৮। বিজয়পুর সামিল লাখেরাজ। ১৯। মহাদেবনগর সামীল জোত পত্তনীর মধ্যে জোতসমূহ।

পাকা বাড়ী তলস্থ ভুমিসহ।

২। বহরমপুরের বাসাবাটী।

২। রঘুনাথগঞ্জের বাসাবাটী।

৩। কাঞ্চনতলার কামরা বাটী।

কাঞ্চনতলা, ধুলিয়ান পোঃ, জেলা মুর্শিদাবাদ। ২৮—৭—২০

শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়। কমন ম্যানেজার এবং পার্টিসন কমিশনার, কাঞ্চনতলা এষ্টেট

—০—

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই ইহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯॥০ সারে নয় টাকা ও তিন শিশির মুল্য আড়াই টাকা /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল!

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৴

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবা রজন দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিণাম্॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য
শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক। ১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে।

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক স্যালিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১।৵০ আনা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কন্যের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, ঘোকালীন জ্বর, সঙ্গাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ।

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের
সুদর্শন সার।
(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ